নবম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৬

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

২ এপ্রিল ২০১৬, শনিবার, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভাই ও বোনেরা এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

নবম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। দেশের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রতিটি মানুষেরই জন্মগতভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আর প্রতিবন্ধিতা মানব বৈচিত্রেরই একটি অংশ। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিগণ আমাদের পরিবার ও সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের বাদ দিয়ে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সর্বকালেরর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমতা, মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ছিল। আমাদের সংবিধানে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সুস্পস্ট অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আমরা কাউকে প্রতিবন্ধী বা অটিজম বলে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না।

সুধিমন্ডলী,

কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশে অটিজম সম্পর্কে মানুষের তেমন কোন ধারণা ছিল না। গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ ইনিসিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এর জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা হোসেনের প্রচেষ্টায় দেশ ও বিদেশে অটিজম এর গুরুত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর উদ্যোগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'অটিজম আক্রান্ত শিশু ও তার পরিবারের জন্য আর্থ-সামাজিক সহায়তা' শীর্ষক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অটিজম সচেতনতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সায়মা হোসেনকে 'এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ অ্যাওয়ার্ড' -এ ভূষিত করেছে। সায়মার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১১ সালে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন।

সুধিবৃন্দ,

অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩' এবং 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' নামে দু'টি আইন পাশ করেছি। ইতোমধ্যে অটিজম বৈশিষ্ট সম্পন্ন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষায় নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে ৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার ও একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে দেশের ৪৭টি সাধারণ বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেন। একই বছর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে যে শিক্ষানীতি প্রণীত হয় সেখানে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরুচির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের ব্যাপক বিন্যাস করার কথা বলা

হয়েছিল। এই শিক্ষানীতি অনুযায়ী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠলে আজকে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিশুই শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হত না।

কিন্তু, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বৈষম্যহীন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করা হয়।

সুধিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাখাতের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। যে বাস্তবমূখী শিক্ষানীতি আমরা প্রণয়ন করেছি সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিশুকে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে দূরে রাখা যাবে না'।

অটিজমসহ সকল প্রতিবন্ধী শিশুরা নিকটবর্তী সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে। অন্যদিকে সাধারণ শিশুরা প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে মিশে মানুষেরও ভিন্নতা সম্পর্কে জানবে এবং ভিন্নতাকে মেনে নেওয়ার শিক্ষা পাবে। শিশুরা ছোটবেলা থেকেই সহনশীলতা ও সামাজিক ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা লাভ করবে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারায় আনতে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে Academy for Autism and Neuro Developmental Disorders নামে একটি একাডেমি স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। এখানে অটিস্টিকসহ প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বর্তমানে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯ এর আওতায় ঢাকা সেনানিবাসে 'প্রয়াস' নামক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ও কুমিল্লাসহ বিভিন্ন সেনানিবাসে প্রয়াসের আরও শাখা খোলার কাজ চলমান রয়েছে।

সুইড বাংলাদেশের আওতায় ৫০টি, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের আওতায় ৭টি এবং জেলা শহরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রায় ৫০টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। আরও ৩০টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫ হাজার বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

আপনারা জানেন নতুন বছরের প্রথম দিন আমাদের শিশুরা বই উৎসব পালন করে। তেমনি এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতেও ব্রেইল বই তুলে দিচ্ছি। এটি আমাদের অনেক বড় অর্জন।

পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের নিবিড় শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেরা যেন বাংলা ভাষা-সাহিত্য এবং বাঙ্গালির গৌরবময় ইতিহাসগাঁথা সহজে বুঝতে ও পড়তে পারে, সে জন্য বাংলা একাডেমি ব্রেইল প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া বিসিএসসহ সরকারি চাকরিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজের প্রতি একাগ্রতা থাকে অনেক বেশি এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতিও অন্যদের তুলনায় সন্তোষজনক। অটিজমসহ সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য আমি বেসরকারি সংস্থার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বাস করি, সকলের সমন্বিত উদ্যোগ ও উপযোগী পরিবেশ অটিজম ব্যক্তিদেরকে সাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

সুধিমন্ডলী,

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং ও অন্যান্য সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার) চালু করা হয়েছে। এই সকল কেন্দ্রে অটিজম কর্নার চালু করা হয়েছে যা থেকে প্রায় ২৪ লাখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সেবা গ্রহণ করেছেন।

ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ ১৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সমস্যাজণিত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।

অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম' এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তারদের অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আইসিডিডিআরবি'র মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের প্রাথমিক পরিচর্যাকারী হিসেবে মায়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে একটি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে।

অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করার জন্য বিশেষজ্ঞ গ্রুপের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের উপযোগী করে স্ক্রিনিং টুলস প্রণয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আমি দেখেছি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে অন্য সবার মতই সমান পারদর্শিতার সাথে কাজ করছে। তাঁরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে অবদান রাখতে পারবে।

আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযাগী সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যার ও ওয়েবসাইট ডেভেলপ করতে নির্মাতাদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি অটিজমসহ নানা প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই প্রতিবন্ধিতা তাঁদের মেধা বিকাশে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন, ডারউইন, নিউটনসহ অনেকে অটিজমে আক্রান্ত ছিলেন।

সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী উইলিয়াম বাটলার ইয়টস্, ড্যানিস কবি হ্যানস্ এন্ডারসন প্রতিবন্ধী ছিলেন। বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস্ আজীবন প্রতিবন্ধী ছিলেন। অটিজমকে জয় করেই তাঁরা নিজেদের স্মরণীয় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অটিজম আক্রান্ত কোমলমতি শিশুদের বিশেষ চাহিদাগুলোকে মাথায় রেখে তাঁদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হলে তাঁরাও দেশের অমূল্য সম্পদে পরিণত হতে পারে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে এনেছে। প্যারা অলিম্পিক ও স্পেশাল অলিম্পিকে প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়রা স্বর্ণপদক এনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করেছে।

তাঁদেরকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আজকের এই আয়োজনে যাঁরা অবদান রেখেছেন এবং যে সকল অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী মানুষ এবং তাদের আপনজন দূরদূরান্ত থেকে এসে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বের সকল অটিস্টিক ব্যক্তির জীবন ভরে উঠুক আনন্দে -এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে শেষ করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...